মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক মুহুরী সেতু উদ্বোধন

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের নির্মাণ কাজ

মিডিয়ানসহ ৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক

৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক

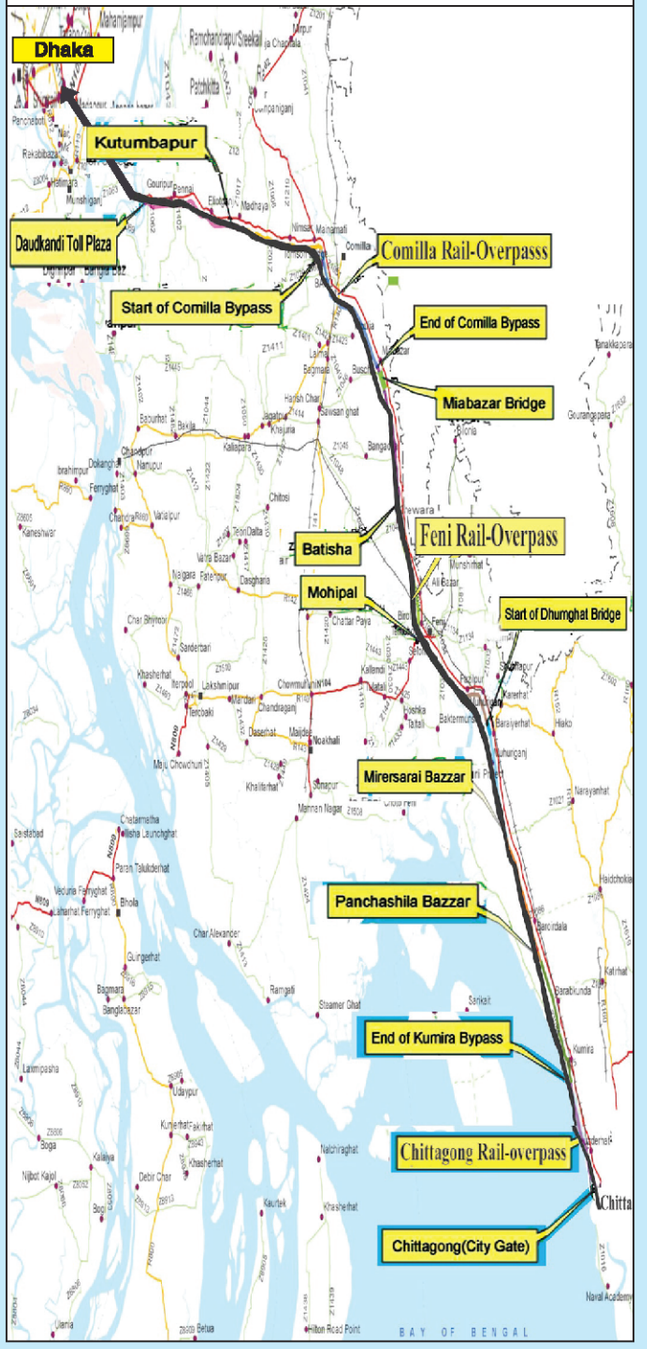

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক

শুভ উদ্বোধন

তারিখ: ১৮ আষাঢ় ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
০২ জুলাই ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

প্রকল্পের পটভূমি

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের লাইফলাইন। দ্রুত, নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ মহাসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থনীতির বিকাশ ও টেকসই উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত।

জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের সাথে সাথে মহাসড়ক ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনা করে দাউদকান্দি টোল প্লাজা থেকে চট্টগ্রাম সিটি গেইট পর্যন্ত ১৯০.৪৮ কিলোমিটার মহাসড়কাংশের বিদ্যমান ২-লেন উন্নয়ন এবং নতুন ২-লেন নির্মাণের মাধ্যমে মহাসড়কটিকে ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে।

দেশের আমদানি-রপ্তানির সিংহভাগই চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি এবং এ বন্দরের মাধ্যমে আমদানিকৃত অধিকাংশ পণ্য ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক ব্যবহার করেই পরিবহন করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ এ মহাসড়কের পূর্ণ সুবিধা প্রাপ্তিসহ এর ব্যবহার যানজটমুক্ত ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে মিডিয়ানসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাইপাস, সেতু-কালভার্ট, ফুটওভার ব্রিজ, আন্ডারপাস, বাস-বে নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া মহাসড়কে চট্টগ্রাম, ফেনী ও কুমিল্লায় তিনটি রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণের কাজ সহসাই সমাপ্ত হবে।

পরিবেশের ভারসাম্য ও মহাসড়ক নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মহাসড়কের পার্শ্বে এবং মিডিয়ানে দৃষ্টিনন্দন ও সৌন্দর্যবর্ধনকারী বৃক্ষের চারা রোপণ করা হচ্ছে। মহাসড়কটি ৪-লেনে উন্নীত হওয়ায় যানজটমুক্ত পরিবেশে দ্রুত নির্ধারিত গন্তব্যে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও পৃথিবীর দীর্ঘতম বালুকাময় সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত তিন পার্বত্য জেলা- রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ির সাথে সড়কপথে ভ্রমণকারী দেশি-বিদেশি পর্যটকগণ স্বাচ্ছন্দ্যে এ মহাসড়কটি ব্যবহার করতে পারছেন।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ১০ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে মহাসড়ক নির্মাণ কাজের জন্য ১০টি প্যাকেজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ২৮ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে সেতু নির্মাণ কাজের প্যাকেজ-বি ৩ এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ২৪ নভেম্বর ২০১০ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়।
- ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে সেতু নির্মাণ কাজের প্যাকেজ- বি ১ ও বি ২ এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত ডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৪-লেন বিশিষ্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক

কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় নির্মিত আন্ডারপাস

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে নির্মিত কুমিল্লা রেলওয়ে ওভারপাস

প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প
প্রকল্প বাস্তবায়নকারী	:	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
বিভাগ	:	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
মন্ত্রণালয়	:	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত
প্রকল্প ব্যয়	:	৩৮১৬.৯৪ কোটি টাকা
		• জিওবি : ৩৪১৬.৯৪ কোটি টাকা
		• জেডিসিএফ : ৪০০.০০ কোটি টাকা
প্রকল্পের অর্থায়ন	:	বাংলাদেশ সরকার
		জাপান ঋণ মওকুফ তহবিল (জেডিসিএফ)
মহাসড়কের দৈর্ঘ্য	:	১৯০.৪৮ কিলোমিটার
অবস্থান	:	দাউদকান্দি টোল প্লাজা হতে চট্টগ্রাম সিটি গেইট পর্যন্ত
প্যাকেজ সংখ্যা	:	১৩টি
		• সড়ক নির্মাণ প্যাকেজ : ১০টি
		• সেতু নির্মাণ প্যাকেজ : ৩টি
সেতুর সংখ্যা	:	২৩টি
কালভার্টের সংখ্যা	:	২৪২টি
ভূমি অধিগ্রহণ	:	৩৭.৭৭৩৯ একর
রেলওয়ে ওভারপাস	:	৩টি (চট্টগ্রাম, ফেনী ও কুমিল্লা)
বাইপাস	:	১৪টি (৩২.১৫ কিলোমিটার)
ফুটওভার ব্রিজ	:	৩৪টি
আন্ডারপাস	:	২টি (কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট ও সীতাকুণ্ড)
বাস-বে	:	৬১টি
কংক্রিট পেভমেন্ট	:	১৫.৬৬ কিলোমিটার
সংযোগ সড়ক উন্নয়ন	:	৬৩৬টি (১৬.২৫ কিলোমিটার)